দৈনিক ইনকিলাব ৫

তারিখ 13 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ শুক্রবার, ৩০ পৌষ, ১৩৯৫

সামরিক শিক্ষা সম্প্রসারণ

গত বুধবার এরশাদ ন্যাশনাল স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-এর বার্ষিক কুচকাওয়াজে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব সম্প্রদায়ও জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে। এই লক্ষ্যেই সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমর বিজ্ঞান প্রবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক অনুষদ খোলার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন।

ভাষণে তিনি আরো বলেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। কিন্তু এই মহান দায়িত্ব পালনে দেশের যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিশ্ব দরবারে আমাদের একটি সম্মানিত ও শক্তিশালী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বের কোন কোন জাতি মনে করে যে, সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ অপর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী। অপরদিকে দেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ যুবক শিক্ষিত হয়েও কর্মহীন বেকার। বলা যায়, এ ক্ষেত্রে আমাদের বিশাল তরুণ শক্তির অপচয় হচ্ছে। সুতরাং যথার্থ কারণেই আমাদের সামরিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার রমনা রেজিমেন্ট, কর্নফুলী রেজিমেন্ট, ময়নামতি রেজিমেন্ট, নৌবাহিনী শাখা ও বিমান বাহিনী শাখা এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মহিলা ক্যাডেট দলের সমন্বিত কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণকালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-এর মূলনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, ঐক্য, সততা, শৃংখলা ও নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে একটি গঠিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। আজকের তরুণরাই আগামীকালের নেতা। তাদের গড়ে তোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

উল্লেখযোগ্য যে, গত বছরের বার্ষিক কুচকাওয়াজে ক্যাডেট সংখ্যা বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেই সূত্রেই এ বছর ১৫ হাজার নতুন ক্যাডেট তালিকাভুক্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই এই ক্যাডেট সংখ্যা এক লাখে উন্নীত করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি দেশের তরুণদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-এর কর্মসূচী আরো সম্প্রসারিত করা হবে এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। দেশের প্রতিরক্ষা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা তাদের দায়িত্ব যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন সে জন্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের এই সুচিন্তিত ও গঠনমূলক ঘোষণাকে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। সেই সঙ্গে আবেদন জানাই যে, শুধু শিক্ষার উচ্চ পর্যায়েই নয়, মাধ্যমিক পর্যায়ের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত সামরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীভুক্ত করা হোক। তাতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামরিক শিক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার অর্থকরি শিক্ষাও তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে। তাছাড়া শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক শিক্ষা বিজ্ঞান সীমিত না রেখে আমরা সামরিক শিক্ষাকে বিভিন্ন শিল্প ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও সম্প্রসারণ করার আবেদন জানাই। দেশের সমাজ কল্যাণমূলক অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সামরিক শিক্ষার কর্মসূচীভুক্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার এবং সামরিক শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন।

আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অন্যান্য জাতির ভুল ধারণা দূর করার জন্য এবং বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গ মার্শাল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার যথোপযুক্ত নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে জাতি সদর্পে ঘোষণা করতে পারে ঃ বলবীর/ বল চির উন্নত মমশির/ শির নেহারি আমারি/ নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।